'খাতামান নবীয়ীন'

মা-কানা মোহাম্মাদুন আবা আহাদিম্ মির্‌রেজালিকুম
ওলাকিররাছুলাল্লাহে ওখাতামান
নবীয়ীন—সুরা আহ্‌জাব

—৫ম রুকু—

—'খাতামান নবীয়ীন'—

প্রকৃত মুসলমান হইতে হইলে প্রত্যেককেই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র কোর-আন শরীফকে আল্লাহতা'লার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। এই বিশ্বাস প্রত্যেকটি আয়াতের জন্য সমভাবে প্রজোয্য।

কোর-আন করীমেই আল্লাহতা'লা হযরত মুহম্মদ (ছঃ) কে 'খাতামান নবীয়ীন' বলিয়াছেন। তাই আঁ হযরত (ছঃ) এর প্রতি 'খাতামান নবীয়ীন' বলিয়া যাহারা ইমান রাখেনা তাহাদিগকে প্রকৃত মুসলমান বলা যাইতে পারে না।

আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধবাদীরা প্রচার করিয়া থাকেন যে আহমদীগণ নবী করীম (ছঃ) কে 'খাতামান নবীয়ীন' বলিয়া বিশ্বাস করেনা। এই জামাতের প্রতি দুষ্টবুদ্ধি প্রনোদিত বহু অপবাদের মধ্যে ইহাও একটি প্রধান অপবাদ।

যাঁহারা এইরূপ প্রচার করিতেছেন তাহাদিগকে আমরা বন্ধুভাবে আহ্বান করিতেছি—তাঁহারা কি অনুগ্রহ করিয়া আহমদীয়া জামাতের প্রবর্তক হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ আঃ এর কোন লিখা বা এই জামাত হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি হইতে দেখাইয়া দিবেন যে আহমদীগণ হযরত নবী করীম (ছঃ) কে 'খাতামান নবীয়ীন' বলিয়া বিশ্বাস করেনা। অথচ আহমদীয়া জামাতে দাখেল হইতে হইলে যে সর্ত সমূহে দস্তখত করিতে হয় তন্মধ্যে হযরত নবী করীম (ছঃ) কে 'খাতামান নবীয়ীন' বলিয়া বিশ্বাস করাও অন্যতম।

এই ব্যাপারে চলুন আমরা আল্লাহতা'লা হইতে মীমাংসা চাই এবং সকলে দোয়া করি যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদের উপর যেন আল্লাহতা'লার লানত পড়ে।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারীগণ কোর-আন করীমের একই আয়াতের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যাখ্যার বিভিন্নতা ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। 'খাতামান নবীয়ীন' যে আয়াতে আসিয়াছে সেই আয়াতের ব্যাখ্যাতেও বিভিন্ন তফসীরকারকগণের মধ্যে মতভেদ আছে এবং এই মতভেদ আহমদীয়া জামাতের জন্মের পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তথাকথিত মৌলবীমোল্লাগণ জনসাধারনের মধ্যে 'খাতামান নবীয়ীনের' ব্যাখ্যায় প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে আঁ হযরত (ছঃ) এর পর আর কোন প্রকারের নবীরই আবির্ভাব হইবে না। অথচ নিজেদের উপরোক্ত মতের বিপরীত এই কথাও প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে উম্মতে মোহম্মদীয়াতে শেষ যুগে ঈসা নবীউল্লা আঃ এর আগমন হইবে। ইহাতে হযরত নবী করীম (ছঃ) এর 'শেষ নবী' হওয়ার দাবী থাকে কিনা তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বিবেক ও যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করিবেন।

হযরত আয়েশা রাঃ, হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী, মুজাদ্দিদে আলফেছানী, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাসেম নানুতবী, লক্ষ্ণৌয়ের মৌলানা আবদুল হাই প্রমুখ বুজর্গানেদীন হযরত নবী করীম (ছঃ) এর পরও নবুওতের দরজা খোলা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা 'খাতামান নবীয়ীন' শব্দ দ্বারা সকল প্রকার নবুওতের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া বুঝিতেন না।

কোর-আন করীমে 'খাতামান নবীয়ীন' যে উপলক্ষে এবং যে আয়াতে নাজেল হইয়াছে ইহার পূর্বাপর বিবেচনা করিলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে 'খাতামান নবীয়ীনের' অর্থ 'সর্বশেষ নবী' নহে। ইহার অর্থ 'নবীদের মোহর' বা 'নবীদের আধ্যাত্মিক পিতা'। অর্থাৎ আঁ হযরত (ছঃ) এর আগমনের পর দুনিয়ার কোন নবীই তাঁহার মোহর ব্যতীত নবী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না—সে নবী রছুল করীম (ছঃ) এর পূর্ববর্তীই হোক আর পরবর্তীই হোক।

অপরদিকে কোর-আন করীমের আর কোন আয়াত দ্বারাই প্রমাণ করা যায়না যে আঁ হযরত (ছঃ) এর পর কোন প্রকার নবীরই আবির্ভাব হইবেনা। বরং কোর-আন শরীফের বহু আয়াত দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে আঁ হযরত (ছঃ) এর অনুগমনের ফলে তাঁহার উম্মত হইতে 'উম্মতি নবীর' আবির্ভাবের দরজা খোলা আছে।

যাহারা আঁ হযরত (ছঃ) কে 'শেষ নবী' বলিয়া থাকেন তাহাদের একটা যুক্তি এই যে কোর-আন শরীফ কামেল কিতাব এবং ইহাতে শরীয়তের বিধান পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং আর কোন নবীর প্রয়োজনই নাই। যদি নবীগণের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় কিতাব ও শরীয়তের বিধান দান করা তবে আঁ হযরত (ছঃ) এর পর কোন প্রকার নবীরই আগমনের কোন প্রয়োজন নাই—ইহাতে আমরা তাহাদের সাথে একমত। কিন্তু পূর্বের নবীগণের ইতিহাস এবং কোর-আন শরীফ হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে তাঁহাদের

আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মানুষকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া খোদাতা'লার সাথে তাহার সংযোগ সাধন করা এবং ধীরে ধীরে সমাজ হইতে পাপের প্রাবল্য দূর করা। তজ্জন্য শরীয়তের সাথে সজীব আদর্শেরও একান্ত প্রয়োজন। তাই শরীয়ত আনয়নকারী নবীগণের যেমন আগমন হইয়াছে তদ্রূপ একই শরীয়তের অধীনেও বহু নবীর আগমন হইয়াছে। তাঁহারা পুরাতন শরীয়তের পরিবর্তন না করিয়া ইহাতে আধ্যাত্মিক প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। কারণ যে নবী শরীয়ত আনিয়াছেন সময়ের ব্যবধানে তাঁহার উম্মতেরা তাঁহার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। বর্তমান জমানার ইহুদী, নাছারা ও মুসলমানগণ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শরীয়ত কামেল বলিয়া মুসলমানদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন কোন অংশে কম হয় নাই। যদি এই হইত যে শরীয়ত কামেল হওয়ার দরুন উম্মতে মোহম্মদীয়ার আর পতন হইবে না তবে আমাদের কোন চিন্তার কারণ ছিল না। কিন্তু কোর-আন হইতে কেহ কি প্রমাণ করিতে পারিবেন যে উম্মতে মোহম্মদীয়ার পতন হইবে না? বাস্তব ক্ষেত্রেত উম্মতে মোহম্মদীয়ার মর্মন্তুদ পতন ঘটিয়াছে। কামেল শরীয়ত থাকা সত্বেও যে কারনে তাহাদের পতন হইয়াছে তাহা হইল আধ্যাত্মিক প্রাণ শক্তির অভাব। নবীগণই শরীয়তের মধ্যে এই প্রাণ শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন।

অপরদিকে কামেল শরীয়তের দাবীতেই কোন শরীয়ত কামেল প্রতিপন্ন হয় না, যে পর্যন্ত না ইহার স্বপক্ষে বাস্তব দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। মোহম্মদী শরীয়ত কামেল, ইসলামে আল্লাহতা'লা তাঁহার নেয়ামত পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহার অর্থ এই যে এই শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দিতে মানুষ কামেল হইবে। বস্তুত নবুওত প্রাপ্তিই মানুষের কামালিয়তের সর্বচেয়ে প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত। নতুবা শরীয়তের কামালিয়তের প্রমাণ কি বা অন্যান্য শরীয়ত হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী আরো বহু ধর্মের অনুগামীগণ করিয়া আসিতেছে।

শেষ নবী হওয়াতেই যদি শ্রেষ্ঠত্ব বুঝায় তবে অন্যান্য ধর্মের অনুগামীদের অনুরূপ দাবী কিভাবে উড়াইয়া দেওয়া যাইবে?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মোহম্মদী শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্বই এইখানে যে ইহার অনুগমনের ফলে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া নবুওতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। আঁ হযরত (ছঃ) পরবর্তী নবীগণ কোন নতুন শরীয়ত আনিবেন না এবং সম্পূর্ণভাবে হযরত (ছঃ) এর অধীন হইবেন। ইহাতে হযরত নবী করীম (ছঃ) এর গৌরব বৃদ্ধি পায়; কারণ এই নবুওত তাঁহার গোলামীরই ফল এবং ইহাই হযরত (ছঃ) এর প্রতি দেওয়া আল্লাহ তা'লার এক আধ্যাত্মিক 'কাওসার'। এই ফজিলত শুধু ইসলামের জন্যই নির্দ্দিষ্ট, অন্য কোন ধর্মে তাহা নাই।

ইহাই ইসলামের পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ আঃ এইরূপ উম্মতী নবীরই দাবী করিয়াছেন। তাঁহার নবুওত হযরত নবী করীম (ছঃ) এর পূর্ণ অনুগমনেরই ফল। তিনি ইসলামী শরীয়তে পুনঃ আধ্যাত্মিক প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন।

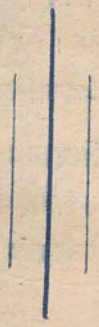

খাকছার :—

মোহম্মদ মোস্তাফাআলী

জেনারেল সেক্রেটারী, ইষ্টার্ণ পাকিস্তান আনজোমনে আহমদীয়া।

জি, এস(২) ১০,০০০ ১৪/৯/৫২ ইং

'খাতামান নবীয়ীন' নিয়া বিস্তারিত আলোচনা সমন্বিত **'খাতামান নবীয়ীন'** নামে একখানা পুস্তক প্রেসে দেওয়া হইয়াছে। দুই এক মাসের মধ্যেই ইনশাল্লাহতা'লা ইহা প্রকাশিত হইবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
জেনারেল সেক্রেটারী, ই, পি, এ, এ
৪ নং বক্সী বাজার রোড, ঢাকা।

দি প্রিন্টার্স, ঢাকা।